বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

(Science and Rationalists' Association of Bangladesh)

আমাদের পরিচয় :

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের উর্ধ্বে, মানবতাবাদে বিশ্বাসী যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, স্বচ্ছ ও মুক্তচিন্তার বিভিন্ন পেশার সমন্বয়ে গঠিত অরাজনৈতিক সংগঠন।

আমাদের লক্ষ্য :

মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সাম্যের সুন্দর সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের দেশে মানুষের অধিকার খর্বিত হয় প্রধানতঃ দুই ভাবে। প্রথমতঃ ধনিকগোষ্ঠী টাকার জোরে নির্বাচনে লড়ে গদিতে বসে যে আইন তৈরি করে তার মূল সুর অসাম্যের সমাজ টিকিয়ে রাখা। এরা অভিনয় করে নিরপেক্ষতার। যে দেশে মানুষের দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ার অধিকার নেই; শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণের অধিকার নেই- সেখানে কোটিপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি আর পথের ভিখারির সমান গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা নিরপেক্ষতার অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও দেশের তথাকথিত গণতান্ত্রিক আইন মেনেই শোষন সম্ভব, তবুও শোষকশ্রেনী দ্রুত সম্পদশালী হওয়ার লোভে আইন ভাঙ্গে। শুরু হয় দুর্নীতির। দ্বিতীয়তঃ শোষিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার দাবিয়ে রাখতে, তাদের একতাকে ভাঙ্গতে; নানা ভাবে, নানা ভাগে বিভক্ত করার খেলা আজও চলছে। আসম্যের সমাজ কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে ধর্ম-জাত-পাত-ভাষা-সম্প্রদায় ভিত্তিক বিভেদনীতির মগজধোলাই করে চলছে ধর্মগুরু ও প্রচারমাধ্যমগুলো।

এই দুইটি বিষয়কে মাথায় রেখেই আমরা বঞ্চিত মানুষের যৎসামান্য আইনি অধিকারটুকু রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছি। জাত-পাত-ভাষা ভিত্তিক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে পাল্টে দিতে সামিল হয়েছি সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে। আমরা চাই মানুষের চেতনার বিপ্লব। আর তারই সুত্র ধরে সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। আমরা মনে করি মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হবে হবে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও মতাদর্শগত মিল। 'ধর্ম' শব্দটি আমাদের কাছে ইতিবাচক ভিন্নার্থক তাৎপর্য বহন করে। ধর্ম বলতে কোন তথাকথিত সম্প্রদায় বা রিলিজিয়ন নয়; ধর্ম হচ্ছে প্রপার্টি বা গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আমরা মনে করি, ধর্ম মানে শনি, শীতলার পুঁজা, দরগায় সিন্নি বা গীর্জায় মোমবাতি নয়- আগুনের ধর্ম যেমন দহন, তলোয়ারের ধর্ম যেমন তীক্ষ্নতা, মানুষের ধর্ম তেমনি মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ। ''সবার উপর মানুষ সত্য'' এই প্রত্যয়ই ধর্মনিষ্ঠা। তাই মন্দিরে পূঁজা না দিয়ে, মসজিদে নামাজ না পড়ে, গীর্জায় প্রার্থনা না করেও আমরা মানবতাবাদীরাই প্রকৃত ধার্মিক। আমাদের লক্ষ্য- এক

শোষণমুক্ত, বিভেদ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা; যে সমাজে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নয়, মানুষের একটাই পরিচয় হবে - "**মানুষ**"।

আমাদের কর্মপন্থা :

আমরা চাই যাবতীয় কুসংস্কার, অলৌকিকত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, জ্যোতিষ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য, নারী-পুরুষে বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা ও জাত-পাতের মত সমাজের ক্ষতিকারক ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে, যুক্তিবাদী মানসিকতা তৈরি করতে, মানবতাবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে, মরণোত্তর দেহদান ও মানবাধিকার রক্ষার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলতে। এই জন্যে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে কাজ করছি -

১। অলৌকিক ও জ্যোতিষ বিরোধী আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ, আলোচনাচক্রের আয়োজন।

২। আমরা পোষ্টার, প্রদর্শনী, গণসঙ্গীত, যুক্তিবাদী পত্রিকা ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছি।

৩। আমরা অলৌকিক কোন ঘটনার কথা শুনলে অনুসন্ধান চালিয়ে জনসাধারণের কাছে সত্যকে তুলে ধরছি।

৪। নিয়মিত শিক্ষাচক্রের আসর বসানো। উদ্দেশ্য সদস্যদের জ্ঞান পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করা।

৫। আবেদনপত্রে যতদিন পর্যন্ত '**ধর্ম**' কলামের বিলোপ সাধিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত 'ধর্ম' কলামে 'মানবতাবাদ' বা 'মানবধর্ম' লেখার সপক্ষে আইনি স্বীকৃতিলাভ এবং জনমত গঠনের কাজে সচেষ্ট হয়েছি।
আমাদের কাছে প্রেরিত জাতিসংঘের নথিপত্র মারফত জানা গেছে যে, ১৯৮১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রই সরকারী আবেদনপত্রে ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় '**মানবতাবাদ**' লেখার অনুমতি দিতে বাধ্য।

কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন :

আমাদের সমিতির কর্মসূচীর সঙ্গে আপনি বা আপনাদের সংগঠন একমত হলে আমাদের সদস্য হতে পারেন। আপনাদের পরামর্শ, মতামত বা আর্থিক সাহায্য পাঠাতে পারেন।

যোগাযোগ :

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।
yuktibadi@gmail.com